পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন (Dowry Prohibition Act ,1961)

প্রশ্ন ঃ ভারতীয় পার্লামেন্ট দ্বারা প্রচারিত পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইনের প্রধান ধারাগুলি কি ?

বা

পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন তার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছে বলে তুমি মনে করো ? উপযুক্ত উদাহরণসহ তোমার বক্তব্য বিশ্লেষণ করো ।

.....

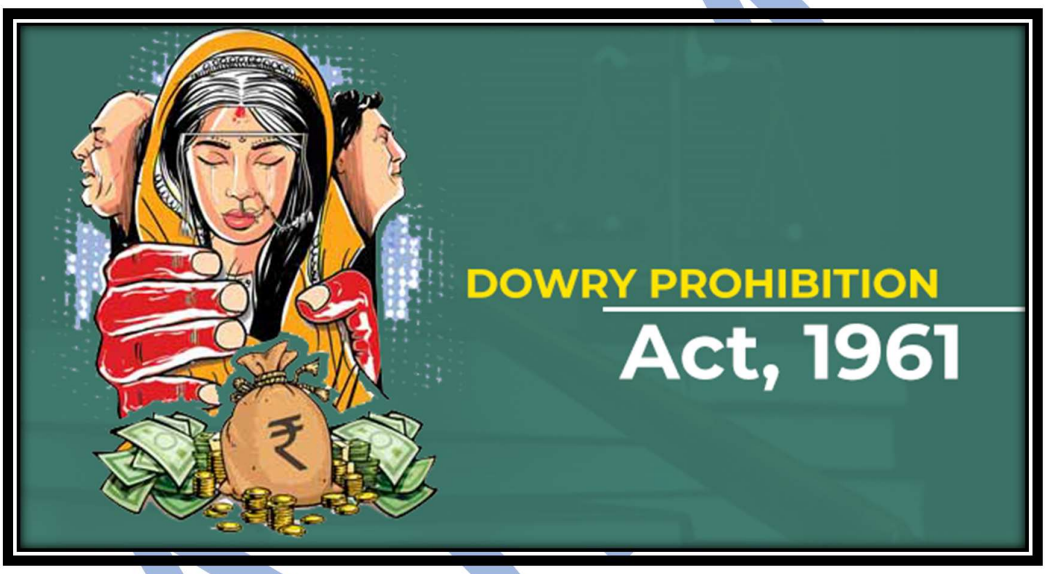

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা , ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি"।

হিন্দু স্মৃতিকারদের এই বিধান থেকেই ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান স্থির হয়েছিল । সেখানে ছিলনা শিক্ষা দিয়ে তাকে জীবিকা অর্জনের অধিকার বা সম্পত্তির অধিকার প্রদানের কোনো দায়। যেহেতু মেয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে তার ভর্তার পরিবার , **তাই শাস্ত্র মতে , সবস্ত্রা সালঙ্কারা মেয়েকে সম্প্রদান করতে হয়।**

বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল নানা ধরনের উপহার দেবার প্রথা , যেমন অধ্যাগ্নি বা কন্যাদানকালীন উপহার । অধ্যবাহনিক অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় মেয়েকে দেওয়া উপহার । পাদবন্দনিক অর্থাৎ গুরুজনদের পাদ বন্দনা করে যে স্নেহ উপহার। এই উপহারগুলো ছিল সবই স্ত্রীধন অর্থাৎ বধুর নিজস্ব সম্পত্তি কিন্তু অদ্ভুতভাবে নিজস্ব হলেও তা বিক্রি করার অধিকার ছিলনা এই উপহারগুলোর তিনটে ভাগ ছিল, শুল্ক অর্থাৎ অলংকার

, বাসনপত্র, গৃহপালিত জন্তু ইত্যাদি যা দিয়ে মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো যেত। যৌতুক -- বিয়ের সময় বর-কনে যখন যুক্ত হলো , তখন তাদেরকে মিলিতভাবে দেওয়া উপহার এবং ভর্তৃদত্ত অর্থাৎ স্বামীর দেওয়া উপহার।

অনেক স্মৃতিকারের মতে , শুল্ক হচ্ছে বিয়ের পণ বা ম্যারেজ ফিজ । সুতরাং নতুন সংসারে মেয়েটি যাতে সসম্মানে থাকতে পারে বা যত বেশি খরচ করা যাবে , তত ভাল পাত্র পাওয়া যাবে এবং সমাজে মেয়ের বাবার সম্মান আরো বৃদ্ধি পাবে । **পণের পরিমাণ স্থির করার জন্য এই ছিল মূল বিবেচ্য বিষয় এবং এর থেকেই যত দাবি আর দাবি মেটাতে না পারার জন্য মেয়েটির উপর অত্যাচার ।** ছেলের জন্য পণ আদায় করে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বা মেয়ের বিয়েতে খরচ হয়েছে , এতএব ছেলের বিয়েতে এর উসুল করতে হবে । এইসব সমস্যাই সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে চলছে । লোভের এই ট্র্যাডিশন একবিংশ শতাব্দীতেও সমান ভয়াবহ ভাবেই বিভিন্ন রূপ বদলের মধ্যে দিয়েই বজায় রয়েছে ।

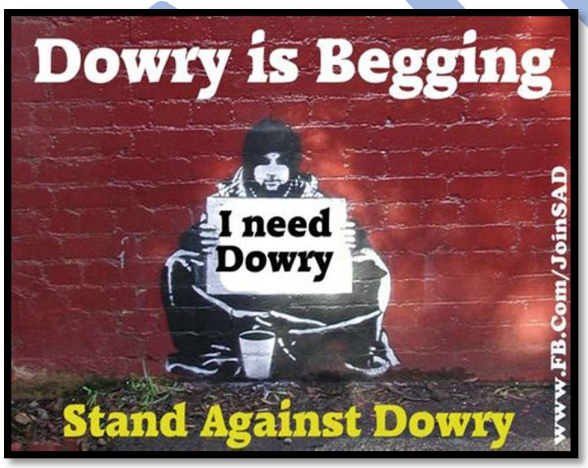

১৯৬১ সালে পণপ্রথা নিরোধক আইন পাশ হয় । এই আইনের বলে পণ দেওয়া এবং পণ নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ । ১৯৬১ সালে শাস্তির মেয়াদ ছিল ন্যূনতম ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানা ১০,০০০ টাকা বা পণের সমমূল্য । পণ

দেবার অপরাধ ছিল জামিনযোগ্য এবং যেসব উপহার যেমন বস্ত্র , অলংকার ইত্যাদি যা বিয়ের জন্য আবশ্যক, তার মূল্য যদি ২০০০ টাকার উর্ধেব না হয়, তবে তা আইনের আওতার বাইরে থাকবে। **কিন্তু এইধরনের শিথিল আইনকে সমাজ কোনো মূল্যই দেয়নি এবং সমাজের উন্নতির সাথে সাথে পণের দাবিও উন্নততর হয়েছে।**

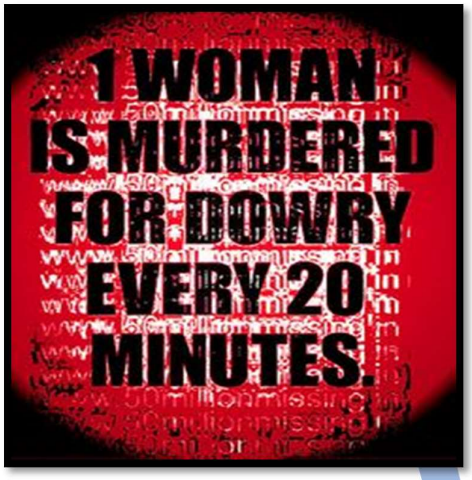

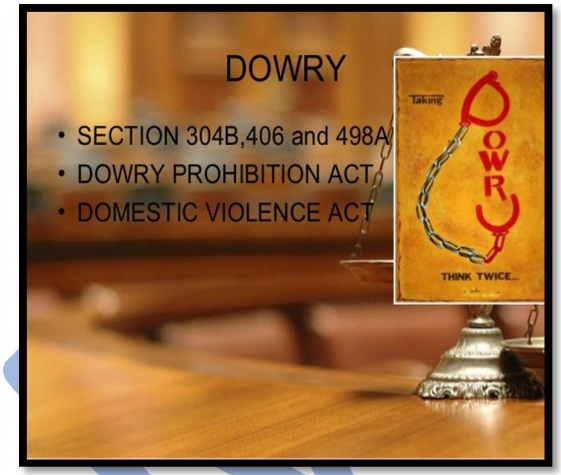

পণের কারণে তথাকথিত আত্মহত্যাও খুন

১৯৮৩ সালে পণজনিত অপরাধগুলি পণপ্রথা আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ৪৯৮ (ক) ধারার মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধিত হয় , যার ফলে বধূ নির্যাতনের ঘটনাকে জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (ক) ধারা সংশোধন করে পুলিশকে এই অপরাধের তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া বিয়ের সাত বছরের মধ্যে যদি কোন বধূর শ্বশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তবে সেটা পণজনিত কারণে মৃত্যু বলে চিহ্নিত হবে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ২০১৬-র রিপোর্ট অনুযায়ী **প্রত্যেক দিন ভারতে ২১ জন মহিলা মারা যাচ্ছেন পণের দাবির নির্যাতনে।** গত তিন বছরে পণপ্রথার কারণে প্রাণ হারাতে হয়েছে প্রায় ২৫,০০০ নববিবাহিত বধূকে। সবথেকে বেশি উত্তরপ্রদেশ, এরপর বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকের হাতে দৈহিক ও মানসিক পীড়নের অভিযোগের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখের মতো। **সবথেকে বেশি পশ্চিমবঙ্গে-- ৬১ হাজারেরও বেশি।**

একুশ শতকের ডিজিটাল ভারতেও অশিক্ষা , অপরিসীম লোভের কারণে **নারী এখনো বিকিকিনির সামগ্রী**। প্রকৃতির নিয়ম মেনে বাকি সবকিছুর মতই পণেরও কিঞ্চিৎ

রূপান্তর ঘটেছে। তা এখন বাঙালি সমাজে ভদ্র বা পোশাকি ভাষায় "উপহার" , হিন্দিভাষী সমাজে তিলক , পাঞ্জাবি সমাজে রোকা ইত্যাদি নানা বাহারি নামে তার ছদ্দবেশী পরিচিতি বহন করে চলেছে। মুসলিম সমাজে জাহেজ এর নাম দিয়ে যে পণ আদায় করা হয় , তার উদাহরণও কম নয় (**Abdul Waheed , Dowry among Indian Muslims: Ideals and Practices, Indian Journal of Gender Studies , Feb 01 , 2009)**

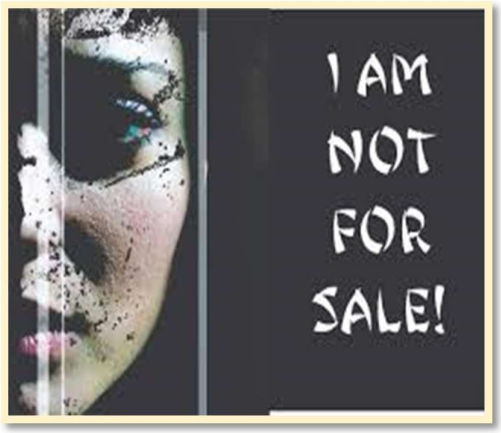

এই অন্যায়ের শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ (২০০৬) (**Manjari Mishra , Dowry on rise among Muslims , The Times Of India , Sep 10 , 2006**) Ashine Roy তাঁর **Violence Against Women** (2003) গ্রন্থে লিখেছেন, " Dowry is not plain buying and selling...**only the sanction of a society that has reduced a woman to a mere chattel and has considered her as a gift to a man to be sent to him in the best splendid packaging possible ."**

১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে আরও দুবার এই আইন সংশোধিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই আইন সর্বত্র প্রযোজ্য তবে এই আইন মুসলিম পার্সোনাল ল এর আওতাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আইন সংশোধিত হয়েছে , কিন্তু বাঞ্ছিত ফল এখনো অধরা রয়ে গেছে। কারণ , **শুধু আইনের দাওয়াই দিয়ে সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করা যায় না , মানসিকতার ব্যাধি আগে দূর করা দরকার।** এখনো ভারতের বহু জায়গায় পণের নির্যাতন পরিবারের মধ্যেই "পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপার " হিসেবে ব্যাখ্যা করে সমাজ এই লজ্জাকে , এই অশিক্ষাকে ধামাচাপা দিতে চায়। পতিকে দেবতা হিসেবে মান্য করার চিরকালীন বিশ্বাস , সামাজিক অপবাদ, আত্মীয়-স্বজনের কটুক্তি, লোকলজ্জা ইত্যাদি নানা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ মেয়েদের এখনো অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য করে। **Radha Kumar** তাঁর **History of Doing** গ্রন্থে লিখেছেন, " It is hardly surprising that so **many women choose to suffer at the hands of their families rather than of all society."** (P-121, Zubaan, 1993) তাই আইনি ব্যবস্থাগুলো ছাড়াও সামাজিক প্রচার , সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হওয়া অত্যন্ত

প্রয়োজন । অনেক সময় ডিভোর্সি মহিলারা যেমন তাঁদের বাবা মায়ের বাড়িতে আশ্রয় পাননা , তেমন কোন বাড়ি ভাড়া পেতেও তাঁদের এখনো কম ভুগতে হয় না ।

তাই এই ব্যাধিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হলে প্রয়োজন -- **মেকি সামাজিক রীতিনীতির বিপক্ষে সরব হওয়া , নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো , আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান জাগানোর জন্য তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা , সচেতনতা বৃদ্ধি করা , সঠিক আইন প্রণয়ন, বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও দ্রুত গতিতে কাজ করার ক্ষমতা** এবং **সর্বোপরি , অন্যায়ের উচ্চ দৃঢ় প্রতিবাদ করে ' না ' বলতে পারার সৎসাহস ।**

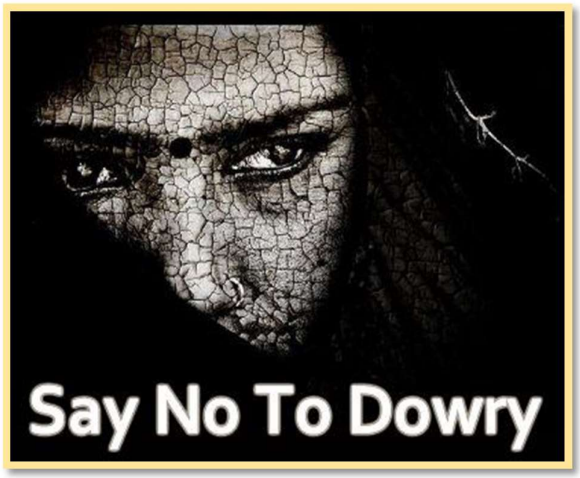

Debjani Biswas

Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya